

ঈমান বিধ্বংসী দশটি কারণ

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ঈমান ভঙ্গের কারণ এবং তার বিবরণ

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ খায়রুল ইসলাম বিন ইলিয়াস

২. যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং বান্দার মাঝে কাউকে মাধ্যম তৈরী করে তাদেরকে ডাকে এবং তাদের নিকট শাফা'আত কামনা করে

২. যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং বান্দার মাঝে কাউকে মাধ্যম তৈরী করে তাদেরকে ডাকে এবং তাদের নিকট শাফা'আত কামনা করে, সে মুরতাদ হয়ে যাবে। কারণ শাফা'আতের একমাত্র মালিক আল্লাহ। তিনি বলেন, **قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ** 'বলুন, সমস্ত সুফারিশ আল্লাহরই আয়াত্বাধীন, আসমান ও যমীনে তাঁরই সাম্রাজ্য' (যুমার ৪৪)।

এক শ্রেণীর লোক আল্লাহকে ছেড়ে অন্যের ইবাদত করে এবং তাদেরকে সুফারিশকারী হিসাবে গ্রহণ করে। অথচ তাদের সুফারিশ করার কোন ক্ষমতা নেই। আল্লাহ বলেন, **وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ** 'তারা উপাসনা করে আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন বস্তু, যা না তাদের কোন ক্ষতিসাধন করতে পারে, না পারে উপকার করতে এবং তারা বলে, এরা তো আল্লাহর কাছে আমাদের সুফারিশকারী। তুমি বল, তোমরা কি আল্লাহকে এমন বিষয়ে অবহিত করছ, যে বিষয়ে তিনি অবহিত নন আসমান ও যমীনের মাঝে' (ইউনুস ১৮)।

আল্লাহ ছাড়া অন্যের উপর ভরসা করা কুফরী। যেমন কোন পীর, অলী-আউলিয়া, জীবিত বা মৃত কোন ব্যক্তি বা বিশেষ কোন ব্যক্তির উপর ভরসা করে কোন কাজ শুরু করা। কেউ যদি গুরু সহায়, খাজা ভরসা, ফাতেমা সহায়, রাসূল ভরসা ইত্যাদি বলে তাহ'লে শিরক হবে। একমাত্র আল্লাহর উপরই ভরসা রাখতে হবে, অন্যথা ঈমান বিনষ্ট হবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে ঈমানদারদের বিশেষ গুণ হিসাবে তাঁর উপর ভরসা রাখার কথা বর্ণনা করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, **وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا** 'যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক তবে আল্লাহর উপর ভরসা কর' (মায়দাহ ২৩)। তিনি আরও বলেন, **إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا** 'যদি তোমরা আল্লাহর উপর ঈমান এনেই থাক এবং যদি মুসলিম হয়ে থাক, তবে আল্লাহর উপর ভরসা কর' (ইউনুস ৮৪)। মহান আল্লাহ নবী করীম (ছাঃ)-কে শিখিয়ে দিয়েছেন, **قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ** 'বলুন, (হে নবী!) আমার পক্ষে আল্লাহই যথেষ্ট। নির্ভরকারীরা তাঁরই উপর নির্ভর করে' (যুমার ৩৮)।

Source — <https://www.hadithbd.com/books/link/?id=3994>

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন